ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৭৪১ কোটি ১৩ লাখ টাকার বাজেট পাশ হয়েছে। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে এই বাজেট পাশ হয়।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক নাসরীন আহমাদসহ সিনেট, সিন্ডিকেট , নির্বাচিত রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

পাস হওয়া বাজেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা এবং সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যয়ভার হিসেবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৪১ কোটি ১৩ লাখ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৬৬৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। পরে সংশোধিত বাজেটে আকার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩৮ কোটি ৭২ লাখ টাকা। সে হিসেবে এ বছর বাজেট বেড়েছে ২ কোটি ৪১ লাখ টাকা।

এ বছর ৪৩২ কোটি ৯৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা বেতন-ভাতার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যা মোট বাজেটের ৫৮ দশমিক ৪২ শতাংশ। আর পেনশনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০৭ কোটি ৪০লাখ যা মোট বাজেটের ১৪.৪৯ শতাংশ। গবেষণা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩৬.৫৫ কোটি টাকা যা মোট ব্যয়ের ৪.৯৪ শতাংশ।

প্রস্তাবিত ৭৪১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে ৬২৮ কোটি ৩১ লাখ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব খাত থেকে ৭১ কোটি ২৮ লাখ টাকা আসবে। বাজেটে সম্ভাব্য ঘাটতি ধরা হয়েছে ৪১ কোটি ৫৪ লাখ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান তার বাজেট অভিভাষণে সিনেটে ডাকসু প্রতিনিধি ব্যতীত সকল ক্যাটাগরির প্রতিনিধি বিদ্যমান রয়েছে উল্লেখ করে বলেন, এটি নিঃসন্দেহে স্মরণকালের সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য-সংবলিত সিনেট।

উপাচার্য বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ছাত্র নেতৃত্ব ও ভবিষ্যতের জাতীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ছাত্র সংসদ নির্বাচন অত্যাবশ্যক। নিয়েট বাস্তবতা ও মহামান্য আদালতের নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে প্রভোস্ট কমিটি ও শৃঙ্খলা পরিষদের সুপারিশের আলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ইতোমধ্যে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। এজন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতির কাজ চলছে। ডাকসু নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদ' সচল করাসহ কতিপয় উদ্যোগ অব্যাহত আছে। উপাচার্য এ সময় ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, বিগত ২৮ বছর ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার সংস্কৃতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসব ইনশাল্লাহ।

সিনেট অধিবেশনের আলোচনা পর্বে সিনেট সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বহিরাগত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ, হলের খাবারের মান নিয়ন্ত্রণ, হলে সাধারণ ছাত্রদের ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন বন্ধ, আবাসিক ছাত্রদের পরিবহণ খরচ না নেওয়া , ২০ তলা বিশিষ্ট দুইটি লাইব্রেরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের না নেওয়া, গবেষণার জন্য টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব জানান।